দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩/১১/৮১
পৃষ্ঠা…

সেচের জন্য খাল

ফরিদপুরে তৃতীয় পর্যায়ে খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন করেছেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার। এই উপলক্ষে তিনি দেশবাসী বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজকে খাল খনন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই খাল খননের সুফল পেতে শুরু করেছে কৃষক সমাজ। খাল খনন কর্মসূচীর ফলে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। খাদ্য ঘাটতি ক্রমশ কমে আসছে। খাল থেকে সেচের পানি পাওয়ায় চাষী সমাজ যে অধিক ফসল ফলাতে পারছে এই সত্য তর্কাতীত। সেচের সুবিধা যত বাড়বে, তত বাড়ানো যাবে আবাদী জমির পরিমাণ ও ফসলের সংখ্যা। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং কৃষক কুলের পাথরচাপা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দেশের আবাদযোগ্য জমির সর্বাধিক ব্যবহার, কৃষির আধুনিকীকরণ ও ফসলের প্যাটার্ন পরিবর্তন একান্ত জরুরী।

আমাদের দেশের আবাদী জমি এবং পরিশ্রমী কৃষক সমাজই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং প্রধান আশা-ভরসা। জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কৃষি বিকাশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই সত্য উপলব্ধ হয়েছে অনেক আগেই এবং কৃষি উন্নয়নের কথা অতীতে অনেক বলাও হয়েছে মুখে। কিন্তু সত্যিকার উদ্যোগ নেয়া হয়নি তেমন একটা। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে খাদ্য ঘাটতি বেড়েছে, কৃষক সমাজ তথা দেশের সাধারণ মানুষ গরিব থেকে গরিবতর হয়েছে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই কৃষকের অবস্থা উন্নয়ন ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেন। কৃষক তথা গ্রামবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনই উনিশ দফা কর্মসূচীর মর্মকথা এবং কৃষির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিই শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন বিপ্লবের বড় ধাপ।

ফসলের ফলন বাড়াবার জন্য দরকার আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ যান্ত্রিক চাষ, পর্যাপ্ত সেচ, অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ এবং ফসলের লাভজনক বিপণনের সুব্যবস্থা। এর অনেকগুলিই আমাদের নেই এবং বিদেশ থেকে আমদানী করার টাকারও অভাব আছে। কিন্তু মরহুম জিয়া দেখলেন, সেচের পানির অভাব নেই এদেশে। পর্যাপ্ত সেচ দেয়া গেলেই ফসলের ফলন অন্তত দ্বিগুণ করা সম্ভব। তিনি সেই পথই ধরলেন। খরিমৌসুমে সেচের পানি যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী খাল খননের কর্মসূচী চালু করলেন তিনি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ শেষ হয়েছে। তার ফলে শত কোটিরও বেশি টাকার বাড়তি ফসল উৎপাদিত হয়েছে। [illegible] টাকার মাছ চাষ হচ্ছে, খালের পাড়ে ফল-ফলারি ফলাবার প্রচেষ্টা চলছে। খাল খনন কর্মসূচী গ্রামের গরিব ও কর্মহীন লোকদের জন্য রুজি-রোজগার ও জীবন বাঁচাবার সুযোগ খুলে দিয়েছে। সংক্ষেপে, ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে খাল খনন কর্মসূচী অত্যন্ত অর্থবহ অবদান রাখছে। সুতরাং এই কর্মসূচীর আরও প্রসার এবং দ্রুত বাস্তবায়নের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

খাল খনন কর্মসূচীকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করে তোলার স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্র ও কৃষকদের এ কাজে আরও উদ্দীপ্ত ও উদ্যোগী করতে হবে। খাল খনন করতে হবে বারো মাস সেচের পানি থাকার মত গভীর করে। খাল খননের সময় বেশি জমি যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এছাড়া, এ কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ গম ও টাকার লাভজনক সদ্ব্যবহারেরও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্বপ্ন রূপায়ণের জন্যে দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচীকে সফল করা অপরিহার্য।